B.A. Program Course
6th semester

Unit- I: Introduction

1.1. Meaning and Definition of Psychology
1.2. Importance and Scope of Psychology

Presented By

Md Nasiruddin Pandit

State-Aided College Teacher (S.A.C.T.)

Department of Physical Education

Plassey College, Plassey, Nadia

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক কে ছিলেন ?

মনোবিজ্ঞানের জনক ছিলেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরের শারীরবিজ্ঞানী ***ডাঃ সিগমুন্ড ফ্রয়েড***।

What is Psychology ? মনোবিদ্যা কী ?

মনোবিজ্ঞান বা **মনস্তত্ত্ববিদ্যা** হল, মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণ সম্পর্কিত বিদ্যা ও অধ্যয়ন। এটি বিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক ও ফলিত শাখা যাতে মানসিক কর্মপ্রক্রিয়া ও আচরণসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানকে "মানুষ এবং প্রাণী আচরণের বিজ্ঞান" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার অনেক বিজ্ঞানী একে সংজ্ঞায়িত করেছেন "আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান" হিসাবে।

What is Psychology ? মনোবিদ্যা কী ?

মনোবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ **‘Psychology’** কথাটি দুটি গ্রীক শব্দ **'Pysche'** এবং **‘Logos'** থেকে উদ্ভূত। যেখানে **'Pysche'** কথাটির অর্থ 'আত্মা’ (Soul) আর **‘Logos'** কথাটির অর্থ 'বিজ্ঞান’। সুতরাং, বুৎপত্তিগত অর্থে মনোবিদ্যা হল আত্মাসংক্রান্ত বিজ্ঞান বা আলোচনা । 'মনোবিদ্যা' বলতে সাধারণত আমরা এমন একটি জ্ঞানের শাখাকে বুঝে থাকি যা 'মন' ও মন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে।

Definition of Psychology মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনোবিদ মনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোবিদ্যার যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সেই কারণে প্রথমেই প্রচলিত ও সন্তোষজনক কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল-

মনোবিদ মাহের মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে *"মনোবিদ্যা হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে"।*

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা.....

মনোবিদ ওয়াটসন *মনোবিদ্যাকে "মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলেছেন।"* *(science of human behaviour)*

মনোবিদ ম্যাকডুগল *"মনোবিদ্যাকে জীবের আচরণ সম্পর্কীয় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।"* *(positive science of the behaviour of living things)*

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা.....

মনোবিদ উডওয়ার্থ মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে *"মনোবিদ্যা হল পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।"* *(psychology is the science of the activities of an individual in relation to his environment)*

Importance and scope of Psychology

মনোবিদ্যার গুরুত্ব

মনোবিদ্যার গুরুত্ব (Importance of Psychology)

মানুষ বুদ্ধি বৃত্তিসম্পন্ন জীব। যে সবকিছু যুক্তির সাহায্যে বুঝে নিতে চায়। কেবল বাইরের জ্ঞান নিয়েই মানুষ তুষ্ট নয়, সে অপরের মন জানতে চায়, সে চায় অপরের মনকে প্রভাবিত করতে, জ্ঞান কি করে হয় ? মন কিভাবে কাজ করে ? ইত্যাদি জানার জন্য মনোবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

মনোবিদ্যার গুরুত্ব

1. অনুভূতি ও আবেগের ব্যাখ্যা দেয়।
2. ইচ্ছার ব্যাখ্যা দেয়।
3. ব্যক্তিগত জীবনে মনোবিদ্যার গুরুত্ব।
4. মানুষের মৌলিক চাহিদা।
5. সামাজিক জীবনে মনোবিদ্যার গুরুত্ব।
6. শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার গুরুত্ব।
7. শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা।
8. অপরাধের তত্ত্বের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা।
9. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা।

1. অনুভূতি ও আবেগের ব্যাখ্যা দেয়

জ্ঞান ছাড়াও মানুষের মধ্যে নানা অনুভূতি ও আবেগ আছে, যাদের সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় নেই। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে এতদিন যা বুঝে এসেছি, একটি প্রবল আবেগের আঘাতে তা বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এই আবেগের স্বরূপ কি ? এর উৎপত্তি কি করে হয় ? এবং আমার ব্যক্তিত্বের উপর এর প্রভাবই বা কতটুকু ? তা জানার জন্য মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োজন।

2. ইচ্ছার ব্যাখ্যা দেয়

অনুভূতি ছাড়াও মানুষের মধ্যে 'ইচ্ছা' বলে একটি বৃত্তি আছে। এই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা, না কি আমরা সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন—এ সম্বন্ধে মনোবিদ্যা আমাদের জ্ঞান দান করে। অর্থাৎ, আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করার ব্যাপারে মনোবিদ্যা অপহির্য। মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল নিজেকে জানা এবং অপরকে জানার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করা।

3. ব্যক্তিগত জীবনে মনোবিদ্যার গুরুত্ব

এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে কখনও কোন মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। সুস্থ স্বাভাবিক মনেরও নানাবিধ সমস্যা আছে এবং এসব সমস্যার সমাধানে মনোবিদ্যার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। পরিবারিক জীবনে সকল রকম কর্তব্যকর্ম করেও হয়ত কোন ব্যক্তি কারও কারও 'মন' পান না এবং এরজন্য তাকে যথেষ্ট মনঃকষ্ট ভোগ করতে হয়। ছাত্রজীবনের কেউ হয়ত নিয়মিত পড়াশুনা করেও যা পড়েছে তা মনে রাখতে পারে না কিংবা জানা বিষয় সম্পর্কেও ক্লাসে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না প্রভৃতি। অর্থাৎ এ ধরনের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয় এবং এসব সমস্যার সমাধানে মনোবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

4. মানুষের মৌলিক চাহিদা

মানুষের কতকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। এই চাহিদাগুলিকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ব্যক্তির সাথে অথবা অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠা, কামবৃত্তির চাহিদা, স্নেহ পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা— মানুষের মৌল চাহিদাগুলির মধ্যে এগুলিই প্রধান। এইসব চাহিদাকে সমাজসম্মত কোন পথে প্রবাহিত করে এদের তৃপ্তি ঘটানো যায় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং এবিষয়ে মনোবিদ্যা আমাদের যথেষ্টই সাহায্য করে।

5. সামাজিক জীবনে মনোবিদ্যার গুরুত্ব

প্রাচীনকালের সমাজ অপেক্ষা বর্তমান কালের সমাজ অনেক বেশি জটিল বলে এর সমস্যাও জটিল রূপ ধারণ করেছে। ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের মন ও তার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। মনোবিদ্যাকেও তাই ব্যাপকতরভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধানে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

6. *শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার গুরুত্ব*

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার দান অপরিসীম। যাকে শিক্ষা দিতে হবে সেই শিক্ষার্থীর মৌল প্রকৃতি কিরূপ এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কি কি সম্ভাবনা সুপ্ত আছে তা সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন এ জিনিস জানতে হলে মনোবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। শিক্ষা পদ্ধতি যদি মনোবিদ্যা সম্মত না হয়, তবে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে।

7. শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা

শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যার উপকারিতা কম নয় । শিল্প সংস্থা এবং ব্যবসা-এ দুটি ক্ষেত্রেই মানুষ পরস্পরের সাথে একত্রবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এজন্যই এই দুটি ক্ষেত্রে বর্তমানে মনোবিদ্যার সূত্রগুলি বহু পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

৪. অপরাধের তত্ত্বের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা

অপরাধীর আচরণকে জানতে হলে এবং অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে তা মনোবিদ্যার জ্ঞানের আলোকেই করতে হবে। মনোবিদগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, মানুষকে অপরাধী করে তোলার ব্যাপারে পরিবেশের উপাদানই প্রধান অপরাধীর শাস্তিবিধানের ব্যাপারেও মনোবিদগণ অপরাধীকে সংশোধন করার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

9. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যার দান অপরিসীম। নাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য কিভাবে বজায় রাখা যায়, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে যাতে যোগ্যতা অনুযায়ী লোক নিযুক্ত হয় ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখা উচিত। এজন্য যে সব লোককে নিয়োগ করা হবে তাদের ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করতে হয়। মনোবিদ্যা সম্মত প্রণালীতে এই ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করে লোক নিয়োগ করলে ভবিষ্যতে ওই বিভাগীয় কার্য নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না ।

আজকে এ-পর্যন্তই ধন্যবাদ।